البنغالية
٢٣٦

يا باغي الخير أقبل

দু'আ

এর ফযীলত, শর্তাবলী, আদাব, কবুল হওয়ার উপায়, সময়, অবস্থা, দু'আর ক্ষেত্রে ভুল-ত্রুটি

মূল, তত্বিকরণ ও সম্পাদনায় :

শাইখ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান আল-জাবরীন

الدعاء

فضله - وشروطه - وآدابه

أسباب الإستجابة، أوقات وأحوال يستجاب فيها الدعاء

أخطاء تقع في الدعاء

راجعها وصححها فضيلة الشيخ

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

The Cooperative Office for Call & Guidance to Communities at Rawdhah Area
Under the Supervision of Ministry of Islamic Affairs and Endowments
and Call and Guidance -Riyadh - Rawdhah
Tel. 4922422 - fax ... P.O.Box ... Riyadh ...

طبع على نفقة محمد بن إبراهيم بن عثمان العبيد رحمه الله غفر الله له ولوالديه

দু‘আ

এর ফযীলত, শর্তাবলী, আদাব, ক্ববূল হওয়ার উপায়,সময়, অবস্থা, দু‘আর ক্ষেত্রে ভুল-ত্রুটি

মূল শুদ্ধিকরণ ঃ

শাইখ আব্দুল্লাহ্ বিন আব্দুর রহ্মান আল জাবরীন

ইসলামী ঐতিহ্য সংরক্ষণ সংস্থা কর্তৃক মুদ্রিত

বাড়ী নং-৪০, লেক ড্রাইভ রোড, সেক্টর-৭ উত্তরা, ঢাকা

পোস্ট বক্স নং- ১১০৩১

টেলিফোন ঃ ৮৯১৬৯৭৮, ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৮৯১৫৯৬৭

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য, ছলাত ও সালাম বর্ষিত হোক, রাসূলুল্লাহ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর, তার পরিবার-পরিজন ও সহচরবৃন্দের উপর।

অতঃপর এটি দু'আ ও তার ফযীলত সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা। আল্লাহর নিকট কামনা করি তিনি যেন এর মাধ্যমে সবাইকে উপকৃত করেন এবং আমাদের আমলের পাল্লায় উপস্থাপনের জন্য লিপিবদ্ধ করে রাখেন। নিশ্চয় তিনি অধিক শ্রবণকারী এবং ক্ববূলকারী। আল্লাহ আমাদের নবী মুহাম্মদ তাঁর পরিবার পরিজন ও সহচরবৃন্দের প্রতি ছলাত ও সালাম বর্ষণ করুন।

فـضـائـل الـدعـاء দু'আর ফযীলত

কুরআন থেকে ঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

«وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ» (سورة المؤمن : ٦٠)

১। আর তোমাদের প্রতিপালক বলেছেন আমার নিকট দু'আ কর আমি তোমাদের দু'আ ক্ববূল করবো। (সূরাহ আল-মু-মিন- ৬০)

২। আল্লাহ আরো বলেন,

«وإذا سألك عِبَادِيْ عَنِّيْ فَإِنِّيْ قَرِيْبٌ أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ» (سورة البقرة : ١٨٦)

আর যখন আমার বান্দাগণ তোমাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে (বলে দাও) নিশ্চয় আমি সন্নিকটে রয়েছি। দু'আকারী যখনই আমার নিকট দু'আ করবে আমি ক্ববূল করবো। অতএব তারা যেন, আমার নির্দেশাবলী মেনে নেয় ও আমার উপর ঈমান আনে। তাহলে সঠিক পথ লাভ করবে। (সূরা বাক্বারাহ ১৮৬)

হাদীছ থেকে ঃ

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «الدعاءُ هو العبادة» ثم قرأ «وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ» سورة مؤمن : ٦٠ (رواه ابوداود والترمذي وابن ماجة)

১। নবী (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন দু'আই হচ্ছে ইবাদত" অতঃপর পাঠ করলেন, আর তোমাদের প্রতিপালক বলেছেন আমার নিকট দু'আ কর আমি তোমাদের দু'আ কবূল করবো। অবশ্যই যারা আমার ইবাদত করতে অহংকার পোষণ করে তারা লাঞ্ছিত হয়ে অচীরেই জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (সূরা মু'মিন ঃ ৬০) (হাদীছটি বর্ণনা করেছেন আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ)

وقال رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم «أفضل العبادة الدعاء» (صحيح، رواه الحاكم)

২। রাসূলুল্লাহ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,..... উত্তম ইবাদত হলো দু'আ। (ছহীহ, হাদীছটি হাকিম বর্ণনা করেছেন)

وقال رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم « ليس شئ أكرم على الله تعالى من الدعاء» (رواه أحمد والترمذي وابن ماجة وابن حبان والحاكم وصححه)

৩। তিনি (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো বলেছেন...... আল্লাহর নিকটে দু'আ অপেক্ষা সম্মানিত আর কিছু নেই। হাদীছটি ইমাম আহমাদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, ইবনু হিব্বান ও হাকিম বর্ণনা করেছেন, এবং হাকিম ছহীহ প্রমাণ করেছেন।

وقال رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم « إنّ رَبَّكُمْ تبارَكَ وتعالى حَيِيٌّ كريمٌ يستحِي من عبدِه إذا رَفَع يديه إليهِ أن يَرُدَّهُمَا صفراً خائبتين» (أبو داؤد والترمذي وابن ماجة وصححه الحاكم)

৪। রাসূলুল্লাহ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন .... নিশ্চয় তোমাদের বরকতময় সুউচ্চ প্রতিপালক অধিক লজ্জাশীল সম্মানিত দাতা, বান্দা তাঁর দিকে দুই হাত উত্তোলনপূর্বক কিছু আবেদন করলে, বঞ্চিত করে শূন্য হাতে ফেরৎ দিতে তিনি লজ্জাবোধ করেন। (আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, হাকিম ছহীহ বলেছেন)

وقـال النبي صلّى الله عليـه وسلّم «لا يَرُدُّ القضـاءَ إلا الدعاءُ ولا يزيدُ في العُمُرِ إلا البِرُّ» (رواه الترمذي)

৫। নবী (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহর সিদ্ধান্তকে দু'আ ছাড়া আর কিছুই পাল্টাতে পারেনা এবং সৎ আমল ছাড়া অন্য কিছু বয়স বৃদ্ধি করতে পারেনা। (হাদীছটি ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেছেন)।

وقال رسولُ الله صلّى اللهُ عليه وسلم «ما مِن مسلمٍ يدعو بدعوةٍ ليس فيها إثمٌ ولا قطيعةُ رَحِمٍ إلا أعطاهُ اللهُ بها إحدى ثلاثٍ : إما أن تُعجِّل لهُ دعوتُه وإمَّا أن يَدَّخِرَها له في الآخرة وإمَّا أن يصرِفَ عنه من السوء مثلَها «قالوا إذا نكثر الدعاء قال : الله أكثر» (رواه أحمد والحاكم والطبراني)

৬। রাসূলুল্লাহ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে কোন মুসলিম ব্যক্তি আল্লাহর নিকট দু'আ করলে আর সেই দু'আর ভিতর পাপ ও আত্মীয়তার সম্পর্ক চ্ছিন্ন করার আবেদন না থাকলে আল্লাহ তাকে তিনটি বিষয়ের কোন একটি অবশ্যই দিবেন (১) যার জন্য দু'আ

করেছে তৎক্ষণাত দিয়ে দেন, (২) কিংবা আখিরাতের জন্য জমা রাখেন (৩) কিংবা এ দু'আর সম পরিমাণ অনিষ্ট তার উপর থেকে সরিয়ে দেন। ছাহাবাগণ বললেন, তাহলে আমরা বেশী বেশী করে দু'আ করবো। নবী (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আল্লাহ এর চেয়েও বেশী দানকারী। (আহমদ, হাকিম, ত্বাবরানী)

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من لم يسأل اللهَ يغضبْ عليه» (رواه الترمذي)

৭। রাসূল্লুল্লাহ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে আল্লাহর কাছে চায়না আল্লাহ তার প্রতি ক্রোধান্বিত হন। (তিরমিযী বর্ণনা করেছেন)

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أعجَزُ الناس من عجِزَ عن الدعاء وأبخل الناسِ من بَخِلَ بالسلام» (رواه البيهقي و الهيثمي)

৮। রাসূলুল্লাহ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, সবচেয়ে অপারক মানুষ হলো সেই যে দু'আ করতে অপারক, এবং সবচেয়ে কৃপণ ঐ ব্যক্তি যে সালাম দানে কৃপণতা করে। (বাইহাক্বী ও হাইছামী)

شروط وآداب الدعاء وأسباب الإجابة

দু'আর শর্তাবলী, আদাব ও ক্ববূল হওয়ার উপায় সমূহ ঃ

১। আল্লাহর উদ্দেশ্যে মনকে খালিছ তথা নিখাদ ও খাঁটি করা।

২। আল্লাহর হাম্‌দ-ছানা বা প্রশংসার দ্বারা শুরু করা অতঃপর রাসূলের প্রতি দরুদ পাঠ করা(১) এবং এর মাধ্যমেই সমাপ্ত করা।

---

(১) কোন কোন সমাজে মীলাদ মাহফিলের নামে লোকজন দলবদ্ধ হয়ে যে দরুদ পাঠ করে থাকেন এটা নবীর আদর্শের বিপরীত যা ছাহাবাগণ করেন নাই, আর না তাবিঈন বা তাবে' তাবিঈনগণ ইহা করেছেন। তবে হাদীছে এসেছে "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ পড়বে আল্লাহ্‌ তার উপর এর বিনিময়ে দশটি রাহমাত প্রেরণ করবেন। (মুসলিম) কিন্তু জিক্‌র এর প্রকৃত নিয়ম হচ্ছে নিঃশব্দে তা সম্পাদন করা।

আর –নবীর ভালবাসা বলতে তার অনুসরণ ও সুন্নত অনুযায়ী আমল করা বুঝায়। আল্লাহ্‌ পাক বলেনঃ

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوْنِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ *

অর্থঃ (হে নবী) আপনি বলে দিন, যদি তোমরা আল্লাহ্‌ কে ভাল বেসে থাক তবে আমার অনুসরণ কর আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে ভাল বাসবেন, এবং তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন, আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল দয়াময়। (সূরা আলু ইমরান আয়াত ঃ ৩১)

৩। দু'আয় দৃঢ়তা প্রদর্শন করা এবং ক্ববুল হওয়ার ব্যাপারে আস্থা রাখা।

৪। দু'আয় কাকুতি মিনতি করা এবং (গৃহীত হওয়ার ব্যাপারে) তাড়াহুড়া না করা।

৫। দু'আয় (হুযুরুল ক্বালব) মন উপস্থিত রাখা বা একাগ্রতা আনা।

৬। আল্লাহ ছাড়া আর অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুর নিকট না চাওয়া।

৭। কাঠিন্যতা ও প্রশস্ততা (সুখ দুঃখ) সর্বাবস্থায় আল্লাহর নিকট দু'আ করা।

৮। পরিবার, সম্পদ, সন্তান ও নিজের উপর বদদু'আ না করা।(*)

৯। অতি নিরব ও অতি সরবের মাঝামাঝি অবস্থায় দু'আর শব্দকে নিম্নগামী রাখবে।

১০। গুনাহ স্বীকার করবে ও এর জন্য ক্ষমা ভিক্ষা

(*) রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। তোমরা নিজেদের উপর বদদু'আ করো না এমনিভাবে তোমাদের সন্তানদের উপরেও না এবং সম্পদের উপরেও না, যে সময়ে আল্লাহর কাছে দান প্রার্থনা করা হয় সেই সময়ে যেন তোমাদের বদদু'আ সংঘটিত না হয় তাহলে আল্লাহ তোমাদের দু'আ ক্ববুল করে নিবেন। (মুসলিম)

করবে এবং আল্লাহর নি'মাত স্বীকার করবে ও এর জন্য শুকরিয়া করবে।

১১। দু'আ ক্ববূল হওয়ার সময় বেছে নেয়া এবং দু'আ ক্ববূল হওয়ার সম্ভাবনাময় অবস্থা, পরিস্থিতি ও স্থান অনুযায়ী দ্রুত সুযোগ গ্রহণ করা।

১২। দু'আর ভাষায় ছন্দ মেলানোর কষ্টসাধ্য চেষ্টা না করা।

১৩। দু'আয় বিনয়, একাগ্রতা, আগ্রহ ও ভীতি থাকতে হবে।

১৪। বেশী বেশী সৎ আমল করা। কারণ এটি দু'আ ক্ববূল হওয়ার বিরাট একটি উপায়।

১৫। তাওবাহ সহ যুল্মের অভিযোগ সমূহ মিটানো।

১৬। দু'আকে তিনবার করে পুনরাবৃত্তি করা। (যেগুলোতে তিন বারের কথা হাদীছে উল্লেখিত হয়েছে)

১৭। ক্বিবলামুখী হওয়া।

১৮। দু'আর সময় হাত উত্তোলন করা।(*)

(*) প্রার্থনার ক্ষেত্রে হাত তুলাই আসল কিন্তু অনেক ক্ষেত্র এমন রয়েছে যেখানে নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাত উঠানোর কথা সাব্যস্ত হয়নি যেমন আযানোত্তর অসীলার দু'আ, সকাল সন্ধ্যার দু'আ, মসজিদে প্রবেশ ও তা থেকে বাহির হওয়ার দু'আ বাথরুমে প্রবেশ ও সেখানথেকে বাহির হওয়ার দু'আ ইত্যাদি।

১৯। দু'আর পূর্বে ওযূ করা, যদি সহজ হয়।

২০। দু'আর ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি না করা।(১)

২১। অন্যের জন্য দু'আ করার সময় প্রথমে নিজের জন্য দু'আ করা।

২২। আল্লাহর সুন্দর সুন্দর নাম, উন্নত গুণাবলী, নিজের কৃত সৎ আমল, সৎ ব্যক্তির দু'আর অসীলাহ গ্রহণের মাধ্যমে দু'আ করবে।(২)

২৩। ফরয ছাড়াও বেশী বেশী নফল ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা দু'আ ক্ববূল হওয়ার একটি বিরাট উপায়।

২৪। খাদ্য, পানীয় ও পোশাক হালাল হতে হবে।(৩)

---

(১) যেমন উচ্চস্বরে বা অবৈধ ও অনিয়ম মূলক দোয়া করা। যেমনঃ হে আল্লাহ আমাকে নবী বানিয়ে দাও অথবা আমাকে বেহেশতের অমুক নির্দিষ্ট অট্টালিকা দাও অথবা মুসলমানদেরকে বদ দু'আ দিয়ে বলবে হে আল্লাহ এদেরকে ধ্বংস করে দাও ইত্যাদি।

(২) বিস্তারিত জানার জন্যে আমাদের সংস্থার পক্ষ থেকে প্রকাশিত পুস্তিকা "অসীলার মর্ম ও বিধান" দ্রষ্টব্য।

(৩) রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "হে লোক সমাজ অবশ্যই আল্লাহ পবিত্র তিনি কেবল পবিত্রই ক্ববুল করেন, তিনি মুমিনদেরকে ঠিক সেই আদেশ দিয়েছেন=

২৫। দু'আতে যেন গুনাহ ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা না থাকে। (*)

২৬। মু'মিন ভাইদের জন্য দু'আ করবে–বিশেষভাবে পিতা-মাতা, উলামা, সৎকর্মশীল ও নেককারদের জন্য দু'আ করা ভাল। আরো ভালো বিশেষ করে ওদের জন্য দু'আ করা যাদের পরিশুদ্ধির উপর নির্ভর করে মুসলিমদের পরিশুদ্ধি, যেমন জনগণের দায়িত্বভার প্রাপ্ত নেতা (দেশের শাসক)

যা নবীদেরকে দিয়েছিলেন অতঃপর ঐ ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেন যে দূরপাল্লার সফর করে বিক্ষিপ্ত কেশে আর ধুলামাখাবেশে আকাশ পানে হাত দুখানা প্রসারিত করে বলতে থাকে হে আমার প্রতিপালক, হে আমার প্রতিপালক অথচ তার খাদ্য, পানীয়, পোষাক, সবই হারাম এবং হারাম দ্বারা সে প্রতিপালিত। কিভাবে তার দু'আ ক্ববুল করা হবে? (আহমাদ, মুসলিম, তিরমিযী)

(*) রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পৃথিবীর যে কোন মুসলিম ব্যক্তি আল্লাহর কাছে কোন দোয়া করলে আল্লাহ তা'আলা তাকে হয় ইহা দান করবেন অথবা সমপরিমাণ অনিষ্ট থেকে রেহাই দিবেন যতক্ষণ না গুনাহ বা আত্মীয়তা ছিন্ন করার আবেদন না করবে। উপস্থিত জনতার মধ্য হতে এক ব্যক্তি বলে উঠল তবে আমরা বেশী করে দোয়া করব। তিনি বললেন, আল্লাহর দান আরো বেশী (তিরমিযী এটা বর্ণনা করে হাসান সহীহ বলেছেন) হাকিম আরো বৃদ্ধি করেন "অথবা এর সম পরিমাণ ছওয়াব তার জন্য সঞ্চিত করে রাখবেন"।

আরো দু'আ করবে অসহায় নির্যাতিত মুসলিমদের জন্য)[১]

২৭। ছোট বড় সব কিছুই আল্লাহর নিকট চাওয়া।

২৮। সৎ কাজের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ করা।

২৯। সকল প্রকার অবাধ্যতা (পাপ) থেকে বিরত থাকা।

أوقات وأحوال وأماكن وأوضاع يستجاب فيها الدعاء

যে সকল সময়, অবস্থা, স্থান ও পরিস্থিতিতে দু'আ ক্বূল হয়

১। লাইলাতুল ক্বদ্‌র।

২। মধ্যরাত্রে ও সাহরীর (যে সময় সাহরী খাওয়া হয় ঐ) সময়।

৩। পাঁচ ওয়াক্ত ফরয ছালাতের পর।[২]

---

(১) রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ অসাক্ষাতে এক মুসলিম ভাই এর দোআ অপর ভাই এর জন্য গৃহীত, তার মাথার নিকটেই একজন ফিরিশ্‌তা নিয়োজিত আছেন যখনই তার ভাইএর জন্য কোন মঙ্গল কামনা করে তখন নিয়োজিত ফিরিশ্‌তা বলেন আমীন। (আল্লাহ তুমি কবুল কর) আর তোমার জন্যও তার সমপরিমাণ হউক। (মুসলিম)

(২) সম্মানিত পাঠক ভাইদেরকে আমরা স্বরণ করিয়ে দিতে চাই যে এখানে ছালাতের পর বলতে ছালাতের শেষাংশ তথা তাশাহ্‌হুদ ও দরুদের পর থেকে সালাম ফিরানো পর্যন্ত বুঝানো উদ্দেশ্যও হতে পারে, আবার সালাম দেওয়ার পরবর্তী সময়ও উদ্দেশ্য হতে পারে। মোটকথা কোন অবস্থাতেই এটা কোন ওয়াজিব কাজ নয় যেমন কিছুলোকের ধারণা। তবে (যে ব্যক্তি দোয়া করতে আগ্রহী) শুধু তিনিই একা একা দোয়া করবেন=

৪। আযান ও একামতের মধ্যের দু'আ।

৫। প্রত্যেক রাত্রের কিছু সময়।

কেননা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সময় দলবদ্ধ ভাবে সশব্দে কোন দিন দোয়া করেছেন একথা সাব্যস্ত হয়নি। তাই যারা এটাকে ওয়াজিবের পর্যায়ে ধরে নিয়েছেন এবং এর ফলে ইমামের দু'আর অপেক্ষায় বসে থাকেন, আর ইমাম দু'আ না করলে তাঁর উপর রেগে যান তারা অবশ্যই ভুল করেছেন। এহেন পরিস্থিতিতে আমাদের সকল ভাইয়ের নবী ও তাঁর ছাহাবাগণের পথ অনুসরণ করা অপরিহার্য হবে। এই ক্ষেত্রে আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী স্বরণ করিয়ে দিতে চাই, তিনি বলেনঃ তোমরা আমার সুন্নাত এবং আমার পরের হিদায়াত প্রাপ্ত খোলাফাদের সুন্নাত আঁকড়ে ধরো। (সুনান আরবা'য়া)

এই ক্ষেত্রে নবী (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে সুপরিচিত যিক্‌র সমূহ বর্ণিত হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ) তাহ্‌মীদ (আলহামদুলিল্লাহ) তাকবীর (আল্লাহু আকবার) ইত্যাদি বলা এবং কুরআনের কিছু সূরা পাঠ, যার বিষদ আলোচনা আমরা বই এর শেষে উল্লেখ করেছি।

ফরয ছালাতের পরে দলবদ্ধভাবে দু'আ সম্পর্কে ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ, "زاد المعاد" কিতাবে বলেনঃ ছালাতের সালামুত্তর ক্বিবলামূখী হয়ে অথবা মুক্তাদীগণের দিকে মুখ করে দোয়া করা আদৌ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রীতি ছিলনা ইহা কোন ছহীহ বা হাসান সনদে তাঁর থেকে সাব্যস্ত হয়নি। (১/২৪৯)

৬। ফরয ছালাতের আযানের সময়।

৭। বৃষ্টি নামার সময়।

৮। আল্লাহর পথে বেরিয়ে যুদ্ধের জন্য কাতার বন্দী হয়ে অগ্রসর হওয়ার সময়।

৯। জুমু'আর দিনের কিছু সময়। প্রাধান্যযোগ্য উক্তি অনুযায়ী এসময়টুকু আছর পর সূর্য ডুবার কিছুক্ষণ পূর্বে।

১০। সদিচ্ছায় যমযমের পানি পান করার সময়।

১১। ছলাতে সাজদাহ রত অবস্থায়।(*)

১২। নিবিষ্ট মনে সূরাহ ফাতিহা অর্থ বুঝে পড়ার সময়।

১৩। রুকু থেকে মাথা উত্তোলন এবং "রাব্বানা লাকাল হাম্‌দু হামদান কাছীরান ত্বয়্যিবান মুবারকান ফীহ্‌" বলার সময়।

১৪। ছলাতের ভিতর ফাতিহার শেষে আমিন বলার সময়।

১৫। মোরগের চিৎকার করার সময়।

১৬। সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলার পর যোহরের ছলাতের

(*) রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বান্দাহ আল্লাহর সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী হয় তখনই যখন সে সাজদা করে তাই তোমরা (সাজদা অবস্থায়) বেশীবেশী করে দু'আ করবে। (মুসলিম)

পূর্বে।[২]

১৭। আল্লাহর পথে জিহাদকারীর দু'আ।

১৮। হজ্জপালনকারীর দু'আ।

১৯। উমরাহ পালনকারীর দু'আ।

২০। রুগীর নিকটে দু'আ।

২১। রাত্রিকালিন ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে দু'আ পড়ার সময়। আর এক্ষেত্রে নবী (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত দু'আ হচ্ছে এই,

«لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال : اللهم اغفرلي - أودعا - استجيب له فان توضّأ وصلّى قُبِلت صلاتُه» (رواه البخاري وابن ماجة)

"লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা-শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হাম্‌দু ওয়াহুওয়া 'আলা কুল্লি শায়ইন ক্বদীর, সুবহা-নাল্লাহি ওয়াল-হামদু লিল্লাহি ওয়ালা-ইলা-হা

(২) রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এই সময় চার রাকাত ছালাত পড়তেন, তিনি বলেনঃ এই সময়ে আসমানের দ্বারগুলো খুলে দেয়া হয়, তাই আমি পছন্দ করি যে ঐ সময় আমার কিছু নেক আমল উপরের দিকে উত্থিত হউক। (তিরমিযী)

ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার ওয়ালা হাউলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ" বলার পর "আল্লাহুম্মাগফিরলী", বা যে কোন দু'আ করলে গৃহীত হবে। ওযু করে ছলাত আদায় করলে তার ছলাত ক্ববূল হবে। (বুখারী, ইবনু মাজাহ)

২২। ওযু অবস্থায় ঘুমিয়ে জাগ্রত হয়ে দু'আ করা।

«لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ»

(رواه الترمذي والحاكم)

২৩। "লা- ইলা-হা ইল্লা- আনতা সুবহা-নাকা ইন্নী কুনতু মিনায্ যা-লিমীন"-এর মাধ্যমে দু'আ করবে। (তিরমিযী ও হাকিম)

২৪। কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর লোকদের কর্তৃক (ছলাতে বা তার বাইরে একাকী) তার জন্য দু'আ করা।

২৫। শেষ তাশাহহুদে আল্লাহর হাম্দ-ছানা ও নবীর প্রতি ছলাত প্রেরণের পর দু'আ করা।

২৬। আল্লাহর নিকট তার সুমহান নামের (ইস্মু আযমের) অসীলায় দু'আ করা কালে। যার মাধ্যমে দু'আ করলে ক্ববূল করেন। কিছু চাইলে প্রদান করেন।

২৭। মুসলিম ব্যক্তির জন্য অসাক্ষাতে মুসলিম ভাই এর দু'আ করা।

২৮। আরাফাতের দিন আরাফার মাঠে দু'আ করা।

২৯। রামাযান মাসে দু'আ করা।

৩০। মুসলিম ব্যক্তিদের যিকরের (ওয়াজ) মাহফিলে একত্রিত হওয়া কালে দু'আ করা।

৩১। বিপদের মুহূর্তে এ দু'আ পড়লে ঃ

«إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ، اَللّٰهُمَّ اجُرْنِيْ فِيْ مُصِيْبَتِيْ وَاَخْلُفْ لِيْ خَيْرًا مِنْهَا» (رواه مسلم)

ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রা-জি'ঊন্, আল্লা-হুম্মা'অজুরনী ফী মুছীবাতী ওয়াখ্লুফ্লী খাইরাম্মিন্হা"

অর্থ ঃ আমরা সকলেই আল্লাহর উদ্দেশ্যেই (সৃষ্ট) এবং তার দিকেই প্রত্যাবর্তন কারী, হে আল্লাহ! আমার এ বিপদে ছওয়াব দাও এবং এর স্থলে আমার জন্য এর চেয়ে উত্তম স্থলাভিষিক্ত দান কর। এদু'আর ফলে আল্লাহ ছওয়াব দেন, এবং পরবর্তীতে উত্তম স্থলাভিষিক্ত দান করেন। (মুসলিম)

৩২। পরিপূর্ণ ইখলাছ ও আল্লাহর প্রতি অন্তরের ধাবমান অবস্থায় দু'আ করা।

৩৩। যালিমের প্রতি মায্লূমের বদদু'আ।

৩৪। সন্তানের জন্য পিতা-মাতার দু'আ।

৩৫। সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার বদ্ দু'আ।

৩৬। মুসাফির ব্যক্তির দু'আ।

৩৭। ইফতারের পূর্ব পর্যন্ত ছায়িম (রোযাদার) ব্যক্তির দু'আ।

৩৮। ইফতারের সময় ছায়িম ব্যক্তির দু'আ।

৩৯। নিরূপায় ব্যক্তির দু'আ।

৪০। ন্যায় পরায়ণ রাষ্ট্রপতির দু'আ।

৪১। সৎ সন্তানের স্বীয় পিতা-মাতার জন্য দু'আ।

৪২। ওযুর পর নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণিত দু'আ পাঠ করা, আর তা হচ্ছেঃ

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ (رواه الترمذي)

আশহাদু আল্লাইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা-শারীকালাহু ওয়াআশহাদু অন্না মুহাম্মাদান্ 'আব্দুহু ওয়ারাসূলুহু। (তিরমিযী) (১)

৪৩। হজ্জ্ব কালে ছোট জামরায় পাথর নিক্ষেপের পর (হাত তুলে কিবলামুখী হয়ে) দু'আ করা।

৪৪। মধ্যম জাম্রায় পাথর নিক্ষেপের পর (হাত তুলে কিবলামুখী হয়ে) দু'আ করা।

৪৫। কা'বাহ ঘরের ভিতর দু'আ করা। যে ব্যক্তি হিজর

---

(১) নবী (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

«من قال ذلك فُتِحَتْ لَهُ أبوابُ الجنةِ الثمانية يَدخلُ من أيها شاء» (رواه مسلم والترمذي)

যে ব্যক্তি ওযূর পরে এ দু'আটি পাঠ করে তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজাই খোলা হবে, সে যেটা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করবে। (মুসলিম ও তিরমিযী)

ইসমাঈলে (হাত্বীমে) ছলাত আদায় করে তার ছলাত কা'বার ভিতর আদায় হয়েছে বলে গণ্য। (কারণ তা কাবার অন্তর্ভূক্ত)।

৪৬। ত্বওয়াফ কালে দু'আ করা।

৪৭। ছফা পাহাড়ের উপর দু'আ করা।

৪৮। মারওয়াহ পাহাড়ের উপর দু'আ করা।

৪৯। ছাফা মারওয়াহ্‌র মধ্যবর্তী স্থানে দু'আ করা।

৫০। রামাযান মাসের শেষ দশকের রাতগুলিতে বিতর ছলাতের ক্বনূতে দু'আ করা।

৫১। যুল হিজ্জাহ মাসের প্রথম দশকে দু'আ করা।

৫২। (মুযদালিফাহতে অবস্থিত) মাশআরুল হারামে দু'আ করা।

মু'মিন ব্যক্তি যেখানেই থাকুক ও যে কোন (স্বাভাবিক) সময়ে হোক তার প্রতিপালকের নিকট দু'আ করবে। তবে উপরোক্ত সময়, অবস্থা ও জায়গাগুলো বেশী ও বিশেষ গুরুত্বের দাবী রাখে। কারণ এগুলো হচ্ছে আল্লাহ্‌র অনুমোদনক্রমে দু'আ ক্ববূল হওয়ার ক্ষেত্র।

أخطاء تقع في الدعاء

দু'আর ক্ষেত্রে কিছু ভুল ভ্রান্তি

১। শির্‌কী ও বিদআতী অসীলাহ সম্বলিত দু'আ।[১]

(১) শিরকী ওয়াসীলাহ হচ্ছে ক্ববরবাসীর কাছে কিছু চাওয়া এমনিভাবে মূর্তি, পাথর ও বৃক্ষরাজির কাছে চাওয়া। আরো ও এর অন্তর্ভুক্ত হবে নবী, ওলী বা ফিরিশতাদের কাছে প্রার্থনা করা

২। মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করা ও চাওয়া।

৩। তাড়াতাড়ি শাস্তি দানের জন্য দু'আ করা।

৪। বিবেকগত, অভ্যাসগত ও শরীয়তগত সর্বদিক থেকে অবান্তর ও অসম্ভব বিষয়ের জন্য দু'আ করা।

৫। যে বিষয় ঘটে গেছে এবং তা থেকে অবসর গ্রহণ করা হয়েছে এর জন্য দু'আ করা (যেমন কেউ মরে গেছে তার জন্য হায়াত বৃদ্ধির দু'আ করা। যে পরীক্ষায় ফেল করেছে সেই পরীক্ষাতে পাশের জন্য দু'আ করা ইত্যাদি)।

৬। এমন বিষয়ের জন্য দু'আ করা, যা হবেনা বলে শরীয়ত নির্দেশ করেছে (যেমন দু'আয় এরূপ বলা যে, আল্লাহ কিয়ামত কবে হবে তা আমাকে জানিয়ে দিন)।

৭। নিজের উপর বা পরিবার ও সম্পদের উপর বদ দু'আ করা।

৮। পাপের দু'আ করা, যেমন কোন ব্যক্তির প্রতি এ বলে বদ দু'আ করা যে, সে যেন কোন পাপ কাজে জড়িত হয়।

৯। আত্মীয় সম্পর্ক ছিন্নের জন্য দু'আ করা।

১০। পাপের বিস্তার ঘটার জন্য দু'আ করা।

অথবা তাদেরকে সুপারিশ করার জন্য আহ্বান করা যেমনটি মুশরিকরা মূর্তি ও প্রমিতমাকে আহ্বান করে থাকে। আর বিদআতী ওয়াসীলাহ হচ্ছে কোন ব্যক্তি সত্ত্বার অধিকার বা মর্যাদার দোহাই দিয়ে কিছু চাওয়া যা নবী ও ছাহাবাদের থেকে প্রমাণিত নয়। যেমন দু'আয় বলা– হে আল্লাহ তোমার নবী বা অমুক অলীর অসীলায় আমাদেরকে ক্ষমা কর।

১১। আল্লাহর রহমতকে গণ্ডিভুক্ত করে দু'আ করা– যথা, একথা বলা ঃ হে আল্লাহ! তুমি শুধু আমাকে আরোগ্য দান কর। শুধু আমাকে রিযক দান কর।

১২। ইমামের পিছনে যখন মুক্তাদীরা আমীন বলতে থাকে তখন মুক্তাদিকে বাদ দিয়ে নিজের জন্য বিশেষ করে দু'আ করা। (এখানে দোয়া এ কুনুত বা দু'আ এ ইস্‌তিস্‌কা ইত্যাদি উদ্দেশ্য)

১৩। দু'আয় আদব পরিত্যাগ করা। যেমন একথা বলা –হে কুকুর, শুকর ও বানরের প্রভু।

১৪। আল্লাহকে পরীক্ষা ও যাচাই করার জন্য দু'আ করা। যেমন একথা বলা যে, দু'আ করে পরীক্ষা ও যাচাই করছি ক্ববূল করা হয় কিনা। অথবা এমন বলা যে, আল্লাহর কাছে দু'আ করে দেখবো উপকার হলে হলো না হলে ক্ষতি নেই।

১৫। দু'আ কারীর উদ্দেশ্য খারাপ থাকা।

১৬। দু'আর ব্যাপারে বান্দাহর সর্বদা অন্যের উপর নির্ভরশীল থাকা, নিজের উপর নির্ভরশীল হওয়ার আগ্রহ না থাকা।

১৭। দু'আর ভিতর বেশী হারে শাব্দিক ভুল করা, বিশেষ করে এমন ভুল যা অর্থ ঘুরিয়ে ফেলে। কিন্তু যে, অজ্ঞ-ভাষা জ্ঞান রাখেনা তার উয্‌র গ্রহণযোগ্য।

১৮। দু'আ কালে উদ্যেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যশীল আল্লাহর নাম ও গুণাবলী নির্বাচন করতঃ (তার অসীলায়) দু'আ করার প্রতি গুরুত্ব না দেয়া।

১৯। বঞ্চিত মনভাব ও দু'আ কবূল হওয়ার ব্যাপারে ক্ষীণ বিশ্বাস।

২০। দু'আয় অতিরিক্ত ব্যাখ্যা করা যা অনাবশ্যক। যথা ঃ এমন বলে দু'আ করা" হে আল্লাহ! আমাদের পিতা-মাতা, দাদা-দাদী, মামা, খালা সবাইকে ক্ষমা কর। এভাবে আত্মীয় স্বজন, প্রতিবেশী ও অন্যান্যদেরকে উল্লেখ করতে থাকা। তবে যদি ব্যাখ্যা সীমার ভিতর থাকে ও বিবেক সম্মত হয় এতে অসুবিধা নেই।

২১। আল্লাহর এমন নামের অসীলাহতে তার নিকট দু'আ করা যা কিতাব সুন্নাহ্‌তে (কুরআন হাদীছে) উল্লেখিত হয়নি।

২২। বেশী উচ্চৈঃস্বরে দু'আ করা।(১)

---

(১) কোন কোন মহলে উচ্চস্বরে যিক্‌র ও দু'আর প্রথাপ্রসিদ্ধ আছে যা সুন্নাহ বিরোধী এবং এ বিষয়ে যত আয়াত ও হাদীছ রয়েছে তার বিপরীত। আল্লাহ বলেনঃ

«وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ» (سورة الاعراف : ٢٠٥)

অর্থঃ আর আপনি স্বীয় প্রভুকে আপনার অন্তরে কাকুতিভরে ও ভীতি সহকারে এবং মৃদশব্দে সকাল ও সন্ধ্যায় স্মরণ করুন, আর আত্মভোলাদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। (সূরা আরাফ ঃ ২০৫)

আয়াতটি জিক্‌র সম্পর্কীয় নিম্নোক্ত শর্ত গুলোর প্রতি নির্দেশ করে যথা ঃ =

২৩। দু'আ কালে এমন বলা, হে আল্লাহ তোমার নিকট আমি ভাগ্য পরিবর্তন চাইনা, কিন্তু এর ব্যাপারে তোমার মেহেরবানী চাই।

২৪। ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত করে দু'আ করা। যেমন এ ভাবে বলা যে, হে আল্লাহ! তোমার ইচ্ছা হলে আমাকে ক্ষমা কর। বরং দৃঢ়তার সাথে দু'আ করা আবশ্যক।

২৫। দু'আ কালে কৃত্রিম ভাবে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদা।

২৬। জুমুআর খুৎবার ভিতর ইসতিসক্বার দু'আ কালে ইমাম কর্তৃক দু'হাত উত্তোলন না করা।

২৭। ক্বনূতের অবস্থায় দীর্ঘ দু'আ করা এবং উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য বিহীন দু'আ করা।

পরিশিষ্ট—১

পরিশেষে ছলাতের ভিতরে দু'আর যে বিভিন্ন ক্ষেত্র রয়েছে যেগুলোর পরিচয় ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) তুলে ধরেছেন তা এখানে সন্নিবেশিত হল, তিনি বলেন ঃ ছলাতের যে সব ক্ষেত্রগুলোতে নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করতেন তা সাতটি।

(ক) চুপিসারে যিকর করা, আর সরবে যিক্র করলে শব্দকে নিম্নগামী করা।

(খ) যিক্রে কাকুতি মিনতি প্রদর্শন করা।

(গ) আল্লাহর স্মরণ কালে বান্দাহর পক্ষথেকে স্বীয় পাপের কথা স্মরণ করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা রহমত, উত্তম প্রতিদানের আশা পোষণ করা।

১। তাকবীরে তাহরীমার পর ছলাতের শুরুতে। (এখানে ছানার দু'আগুলো উদ্দেশ্য; যা একাধিক রয়েছে যেমন সুবহানাকা..., ও আল্লাহুম্মা বা'য়িদ বাইনী... ওয়াজ্জাহতু ইত্যাদি)।

২। বিত্‌রের ছলাতে ক্বেরাত শেষে রুকুর পূর্ব মুহূর্তে। (রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে রুকুর পূর্বে বা পরে উভয় ক্ষেত্রেই দু'আ এ কুনুত সাব্যস্ত আছে।)

৩। রুকূ' থেকে দাঁড়ানোর পর। যেমন "ছহীহ মুসলিমে" আব্দুল্লাহ ইবনু আবী আওফা থেকে বর্ণিতঃ নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকূ থেকে মাথা উঠিয়ে বলতেনঃ

«سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الارْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، اَللّٰهُمَّ طَهِّرْنِيْ بِالثَّلْجِ وَالبَرَدِ، وَالْمَاءِ الْبَارِدِ، اَللّٰهُمَّ طَهِّرْنِي مِنَ الذُّنُوْبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الْوَسَخِ»

অর্থঃ যে ব্যক্তিই আল্লাহর প্রশংসা করে তিনি তা শুনে থাকেন, হে আমাদের প্রভূ ! সব প্রশংসা তোমার, নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল ভর্তি, এবং এতদ্ব্যতীত তুমি যা চাও তা ভর্তি করে। হে আল্লাহ তুমি আমাকে বরফ, শিশির ও ঠাণ্ডা পানি দ্বারা পবিত্র কর। হে আল্লাহ তুমি আমাকে পাপ ও ত্রুটি সমূহ থেকে এমন ভাবে পবিত্র কর যেমন সাদা

কাপড়কে ময়লা থেকে পরিষ্কার করা হয়।

৪। রুকুর অবস্থায় তিনি বলতেনঃ

«سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْلِيْ»

অর্থঃ হে আমাদের প্রকিপালক আল্লাহ! আমি তোমার প্রশংসা জড়িত পবিত্রতা বর্ণনা করছি। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

এছাড়াও বেশ কিছু দু'আ রয়েছে।

৫। সাজদা অবস্থায়। আর এই অবস্থায়ই তাঁর বেশীর ভাগ দু'আ ছিল, এগুলোর মধ্যে রয়েছে ঃ

«اَللَّهُمَّ اغْفِرْلِيْ ذَنْبِيْ كُلَّهُ، وَدِقَّهُ وَجِلَّهُ وَأَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ وَعَلاَنِيَتَهُ وَسِرَّهُ»

অর্থঃ হে আল্লাহ তুমি আমার সমস্ত পাপ মোচন কর, ছোট-বড়, পূর্বের-পরের ও প্রকাশ্য - অপ্রকাশ্য সবই। এছাড়াও অন্যান্য যেসব দু'আ নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়তেন সেগুলো থেকে এমনকি এর বাহির থেকেও যে কোন দু'আ এই স্থানে পড়া চলবে।

৬। দুই সাজদার মধ্যবর্তী সময়। নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বৈঠকে নিম্নোক্ত দু'আ পড়তেনঃ

«اَللَّهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاجْبُرْنِيْ وَارْفَعْنِيْ وَاهْدِنِيْ

وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي *

অর্থঃ হে আল্লাহ তুমি আমাকে ক্ষমা কর, দয়া কর, ক্ষতি পূরণ কর, আমাকে উন্নীত কর, পথ প্রদর্শন কর, নিরাপদে রাখ এবং জীবিকা দান কর।

৭। তাশাহ্হুদ ও দরূদের পর সালামের পূর্ব মুহূর্তে। (যাদুল মাআদ ১/২৪৮-৪৯ কিছু বৃদ্ধিসহ)

এ সকল দু'আর সুযোগ ছলাতের ভিতরেই রয়ে গেছে।

পরিশিষ্ট—২

নিম্নে সালাম ফিরানোর পর নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে যে সব দু'আর কথা বিশুদ্ধ হাদীছে এসেছে তাও সন্নিবেশিত হল।

الأذكار بعد الصلاة

ছলাত সমাপ্তির পর পঠিতব্য দু'আ ও যিক্‌রসমূহ

নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সাব্যস্ত ছহীহ সুন্নাহ্ অনুযায়ী মুসলিম ব্যক্তির জন্য প্রতি ফরয ছালাত শেষে নিম্নোক্ত যিক্‌রসমূহ পাঠ করা বাঞ্ছনীয় ঃ

❖ সালাম ফিরে أَسْتَغْفِرُ الله আসগ্‌ফিরুল্লাহ দু'আটি তিনার পাঠ করবে। অতঃপর একবার পড়বে ঃ

اَللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (رواه مسلم ١/٤١٤)

আল্লাহুম্মা আন্‌তাস্‌ সালাম ওয়ামিন্‌কাস্‌সালাম তাবা-রাক্‌তা ইয়া যাল্‌জালা-লি ওয়ালইকরা-ম। (মুসলিম শরীফ কিতাবুল মাসাজিদ ১/৪১৪)

«لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اَللّٰهُمَّ لاَمَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَامَنَعْتَ وَلاَيَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ » (رواه البخاري ٢/١٨)

❖ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহূ লা-শারীকালাহু, লাহুল মুল্‌কু ওয়ালাহুল হাম্‌দু ওয়াহুওয়া 'আলা কুল্লি শায়ইন ক্বাদীর, আল্লাহুম্মা লা-মা-নি'আ লিমা আ'ত্বায়তা ওয়ালা মু'ত্বিয়া লিমা মানা'তা ওয়ালা ইয়ান্‌ফা'উ যাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু।" (বুখারী ২/১৮)

ফজর ও মাগরিব ছলাতের পর ঃ

«لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ *

❖ "লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা-শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হাম্‌দু ইয়ুহ্‌ঈ অইয়ুমীতু ওয়াহুয়া 'আলা কুল্লি শায়ইন ক্বাদীর। এ দু'আটি দশবার পাঠ করবে। তিরমিযী, মুসনাদ আহমাদ, ও তারগীব। (যাদুল মা'আদ ১/২৯০-২৯২)

«لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الحَسَنُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الكَافِرُوْنَ» (رواه مسلم ١/٤١٥)

❖ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা-শারীকালাহু লাহুল মুল্‌কু ওয়ালাহুল্ হাম্‌দু ওয়াহুওয়া 'আলা কুল্লি শায়ইন ক্বাদীর। লা-হাউলা ওয়ালা কুউঅতা ইল্লা বিল্লাহি, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়ালা না'বুদু ইল্লা ই'ইয়াহু, লাহুন্ নি'মাতু ওয়ালাহুল ফায্‌লু ওয়ালাহুছ্ ছানা-উল হাসানু, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু, মুখ্‌লিছীনা লাহুদ্দীনা ওয়ালাউ কারিহাল কা-ফিরূন। (মুসলিম ১/৪১৫)

❖ যে ব্যক্তি প্রত্যেক ছলাতের পরে আল্লাহর পবিত্রতা জ্ঞাপন করে, অর্থাৎ সুবহানাল্লাহ বলে ৩৩ বার, প্রশংসা জ্ঞাপন করে অর্থাৎ আল-হামদুলিল্লাহ বলে ৩৩ বার এবং মহানত্ব বর্ণনা করে অর্থাৎ আল্লাহু আকবার বলে ৩৩ বার, এই হলো নিরানব্বাই বার। অতঃপর একশত পূর্ণ করে এ দু'আর মাধ্যমে ঃ

«لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » (رواه مسلم ١/٤١٨)

লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা-শারীকালাহু, লাহুল মুল্কু ওয়ালাহুল হাম্দু ওয়াহুওয়া 'আলা কুল্লি শায়ইন ক্বাদীর।

তাহলে পাঠকারীর গুনাহ্সমূহ ক্ষমা করে দেয়া হয়; যদিও তা সমুদ্রের ফেনা বরাবর হোক না কেন। (মুসলিম ১/৪১৮)

«اَللّٰهُمَّ أَعِنِّيْ عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ»
(صحيح سنن أبي داود ١/٢٨٤)

❖ আল্লাহুম্মা আ'ইন্নী 'আলা যিক্রিকা ওয়া শুক্রিকা ওয়া হুস্নি ইবা-দাতিকা। (ছহীহ সুনান আবূ দাউদ ১/২৮৪)

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ» (رواه البخاري ٤/٨٠)

❖ আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল জুব্নি ওয়াআউযুবিকা মিনাল বুখ্লি ওয়াআউযুবিকা মিন্ আন্ উরদ্দা ইলা আর্যালিল উমুরি ওয়াআ'উযুবিকা মিন্ ফিত্নাতিদ্দুন্ইয়া ওয়াআ'উযুবিকা মিন্ আযা-বিল ক্ববর্।" (বুখারী ৪/৮০)

নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছলাত শেষে

সালামের পর বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ» (رواه ابوداود رقم ١٥٠٩ زاد المعاد ص ١٨٧)

❖ আল্লাহুম্মাগ্‌ফিরলী মা ক্বাদ্‌দামতু ওয়ামা আখ্‌খরাতু ওয়ামা আস্‌রারতু ওয়ামা আ'লান্‌তু ওয়ামা আন্‌তা আ'লামু বিহী মিননী, আন্‌তাল মুক্বাদ্‌দিমু ওয়াআন্‌তাল মুআখ্‌খিরু লা-ইলা-হা ইল্লা আন্‌তা। (আবু দাউদ ১৫০৯ নং হাঃ, যা-দুল মা'আদ ১৮৭ পৃঃ)

উক্ববাহ্ বিন আমির (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আদেশ প্রদান করেছেন প্রতি ছালাতের পরে "কুল আ'উযুবি রাব্‌বিল ফালাক্ব ও কুল আ'উযুবি রব্‌বিন্ নাস" পড়ার জন্য। (হাদীছটি ছহীহ, আবূ দাউদ ১৫২৩ নং হাঃ)

কোন কোন বর্ণনাতে সূরাহ ইখলাস পড়ার কথাও আছে। সূরা তিনটি মাগরিব ও ফজরের পর তিনবার করে এবং বাকী ছলাতের পর একবার করে পাঠ করবে।

যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয ছলাতের পর আয়াতুল কুরসী (সূরা বাক্বারার ২৫৫ নং আয়াত) পাঠ করে তার জন্য জান্নাতে যাওয়ার ব্যাপারে কোন কিছু বাধা দানকারী থাকেনা একমাত্র মৃত্যু ছাড়া। অর্থাৎ মৃত্যুবরণ করেনা হেতু জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে না। (হাদীছটি ইমাম নাসাঈ

বর্ণনা করেছেন, বিশ্ব বিখ্যাত মুহাদ্দিছ আলবানী ছহীহ প্রমাণ করেছেন। (ছহীহুল জামে' ৬৪৬৪)

নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের ছলাতের সালামান্তে বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً (صحيح إبن ماجة ١/١٥٢)

❖ আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আলুকা 'ইল্মান না-ফি'আন্, ওয়ারিয্ক্বান্ ত্বয়ইবান্ ওয়াআমালান্ মুতাক্বব্বালান। (ছহীহ ইবনু মাজাহ ১/১৫২ পৃঃ)

নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিত্র ছলাতের পর

«سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ رَبِّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوْحِ»

❖ সুবহা-নাল মালিকিল কুদ্দূসি রব্বিল মালা-ইকাতি ওয়াররূহ" এ দু'আটি তিনবার পড়তেন।

তৃতীয়বার উঁচু ও দীর্ঘ স্বরে পড়তেন। হাদীছটি দারাকুত্বনী বর্ণনা করেছেন ও আরনাউত ছহীহ বলেছেন। (হাদীছটি ছহীহ, যা-দুল মা'আদ ১/৩২৩)

والحمد لله رب العالمين

محتوي الكتاب :

فضل وشروط وآداب الدعاء .

أسباب الاستجابة .

أوقات وأحوال يستجاب فيها الدعاء .

أخطاء تقع في الدعاء .

এর ফযীলত, শর্তাবলী, আদাব,
কবুল হওয়ার উপায়, সময়, অবস্থা,
দু'আর ক্ষেত্রে ভুল-ত্রুটি

طبع على نفقة

محمد بن إبراهيم بن عثمان العبيد رحمه الله

غفر الله له ولوالديه

للمساهمة في طباعة الكتاب

شركة الراجحي ٢٠٤٠١٠٩٠٩٢

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي الروضة بالرياض

تحت إشراف وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

هاتف ٤٩٢٣٧٧٧ الفاكس ٤٢٤٠١٢٧٥ البريد الإلكتروني mrawdhah@hotmail.com ص.ب ٨٧٢٩٩ الرياض ١١٦٤٢